REG. NO. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র।

২৮শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ—মুর্শিদাবাদ ২১শে জ্যৈষ্ঠ বুধবার ১৩৪৮ ইংরাজী 4th June 1941 | ৩য় সংখ্যা

জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

জঙ্গিপুর সংবাদের সডাক বার্ষিক মূল্য ২৲ হাতে ১৷৹ টাকা। নগদ মূল্য ৴১৹ দুই পয়সা বাৎসরিক মূল্য অগ্রিম দেয়। যে সংখ্যায় নিলামী ইস্তাহারের বিজ্ঞাপন মুদ্রিত হইবে তাহার নগদ মূল্য ৴৹ এক আনা।

জঙ্গিপুর সংবাদে বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ।৹ আনা, এক মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৶৹ আনা, তিন মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৵৹ আনা, ছয় মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৴১৹ আনা, এক বৎসর বা ততোধিক কালের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৴৹ এক আনা হিসাবে। বড় স্থায়ী বিজ্ঞাপনের বিশেষ দর পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া করিতে হয়। যাবতীয় চিঠি পত্র, মনিঅর্ডার ও বিনিময় সংবাদপত্রাদি নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে

শ্রীবিনয় কুমার পণ্ডিত, জঙ্গিপুর সংবাদ কার্য্যালয়, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

ছাদের জন্য

লোহার কড়ি

বরগা, এঙ্গেল, করগেট, বল্টু ইত্যাদি
উচিত মূল্যে বিক্রয় করি।
সত্বর দরের জন্য
পত্র লিখুন।

নিরঞ্জন এণ্ড কোং লিঃ
ম্যানেজিং ডিরেক্টার :—
শ্রীমহিমারঞ্জন চট্টোপাধ্যায়।
২নং দর্ম্মাহাটা ষ্ট্রীট
কলিকাতা।

এই জনগণ জাগরণকালে স্ত্রী-পুরুষের মহাবন্ধু

হিলিংবাম

সেবনে মেহরোগ চির আরোগ্য ও
নবযৌবন পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইবে।
১ মাত্রায় পরিচয় পাইবেন, সপ্তাহে আরোগ্য হইবেন।

৪৫ বৎসর ধরিয়া রোগী ও চিকিৎসক উভয় দলের নিত্য ব্যবহার্য্য। আই-এম-এস, এম-ডি-এফ-আর-সি-এস, এম-আর-সি-পি, এম-আর-সি-এস, এল-আর-সি-পি, এল-আর-সি-এস প্রভৃতি উপাধি-ধারী ডাক্তারগণ কর্তৃক অতি উচ্চ প্রশংসিত ও পৃষ্ঠ-পোষিত। প্রশংসাকারী দুই একজন ডাক্তারের নাম দেখুন :—

কর্ণেল কে, পি, গুপ্ত আই-এম-এস, এম-ডি, এফ-আর-সি-এস ইত্যাদি; লেঃ কর্ণেল এন, পি, সিংহ, আই-এম-এস, এম-আর-সি-পি, এম-আর-সি-এস, সার্জ্জন মেজর বি, কে, বসু, আই-এম-এস, এম-ডি-সি এম, কাপ্তেন এস, এন, চৌধুরী আই-এম-এস, এম-আর-সি-এস, এল-আর-সি-পি, ডাঃ পুষৎ এম-ডি ইত্যাদি।

মূল্য বড় শিশি ৩৲, মাঝারি ২॥৹, ছোট ১৸৹ ডাক মাশুলাদি স্বতন্ত্র। বিশেষ বিবরণ সম্বলিত তালিকা-পুস্তক লিখিলে বিনামূল্যে পাঠাই।

স্যাঙ্গো

স্বর্ণঘটিত সালসা—স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যের মহৌষধ। পারদ
গরমী এবং যাবতীয় রক্তদুষ্টিতে অব্যর্থ।

আজকাল স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যে অল্পবিস্তর সকলেই কষ্ট পাইতেছেন—তার উপর এখন কর্ম্মযুগ আসিতেছে, এ সময়ে আমরা সকলকেই স্যাঙ্গো সেবন করিতে বলি। পারা, গরমী প্রভৃতি রক্ত দোষও স্যাঙ্গো সেবনে নিবারিত হয়; দেহ সতেজ হয়; রক্ত বৃদ্ধি হয়, দেহে নূতন জীবন, নূতন যৌবন সঞ্চার হয়। খোস, পাঁচড়া, দাদ, অর্শ, কাউর, বাত, আমবাত, সর্দ্দি, কাশি সমস্তই স্যাঙ্গো সেবনে নিবারিত হয়।

স্ত্রীলোকের ঋতুর গোলযোগ, বাধক, দীর্ঘকালব্যাপী ঋতু, ঋতুকালীন জ্বালা ও ব্যথা সমস্ত উপসর্গে স্যাঙ্গো যাদুমন্ত্রের ন্যায় কার্য্য করে।

মূল্য প্রতি শিশি (১৬ দিনের উপযোগী) ২৲; ৩টী একত্রে ৫॥৹
ডাক মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

আর, লগিন এণ্ড কোং
ম্যানুঃ—কেমিষ্টস্।
১৪৮, বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা।
টেলিগ্রাম—"হিলিং", কলিকাতা

বাঙলার ও বাঙালীর নিজস্ব বীমা প্রতিষ্ঠান

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ

ইনসিওরেন্স সোসাইটী লিমিটেড

ইহাতে জীবন-বীমা করিয়া সংসারে সুখস্বাচ্ছন্দ্য ও
শান্তি সুপ্রতিষ্ঠিত করুন।

—আর্থিক পরিচয়—
(মে হইতে ডিসেম্বর, ১৯৩৯)

নূতন বীমা	...	২ কোটি ১০ লক্ষের উপর
মোট চল্তি বীমা	...	১১ „ টাকার „
মোট সংস্থান	...	৩ „ ৫৬ লক্ষের „
বীমা তহবিল	...	৩ „ ১০ „ „
দাবী শোধ (১৯০৭-৩৯)		১ „ ৯১ „ „
প্রিমিয়াম আয়	...	প্রায় ৪৭ লক্ষ টাকা

—বোনাস—
প্রতি বৎসর প্রতি হাজারে
মেয়াদী বীমায় ১৮৲ আজীবন বীমায় ১৫৲

হেড আফিস—হিন্দুস্থান বিল্‌ডিংস, কলিকাতা
ব্রাঞ্চ—বোম্বে, মান্দ্রাজ, দিল্লী, লাহোর, লক্ষ্ণৌ, পাটনা, নাগপুর ও ঢাকা।
এজেন্সি :—ভারতের সর্ব্বত্র, বর্ম্মা, সিলোন, মালয়া, ব্রিঃ ইষ্ট আফ্রিকা।

মহা সমর! মহা সমর!!
এই দুর্দ্দিনে দেশের অর্থ দেশে রাখুন। এবং দেশের সহস্র সহস্র নরনারীর অন্ন-সংস্থানের সহায়তা করুন। ভারতে উৎপন্ন তামাকে হাতে তৈয়ারী ভারত বিখ্যাত

মোহিনী বিড়ি

যাহা মোহিনী বিড়ি, মোহিনী ২৪৭ বা ২৪৭ নং বিড়ি বলিয়া পরিচিত, সেবন করুন। ধূমপানে পূর্ণ আমোদ পাইবেন। আমাদের প্রস্তুত বিড়ি, বিশুদ্ধতার গ্যারাণ্টি দিয়া বিক্রয় করা হয়। পাইকারী দরের জন্য লিখুন।

একমাত্র প্রস্তুতকারক ও স্বত্বাধিকারী

মুলজী সিক্কা এণ্ড কোং

হেড অফিস—৫১, এজরা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
শাখাসমূহ :—১৬০ নং নবাবপুর রোড, ঢাকা,
সরায়গঞ্জ, মজঃফরপুর বি-এন-ডবলিউ-আর।
ফ্যাক্টরী—মোহিনী বিড়ি ওয়ার্কস,
গোণ্ডিয়া (সি, পি) বি-এন-আর।
আমাদের নিকট বিড়ি প্রস্তুতের বিশুদ্ধ তামাক ও পাতা খুচরা ও পাইকারী হিসাবে পাওয়া যায়।
দরের জন্য পত্র লিখুন।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ।

২১শে জ্যৈষ্ঠ বুধবার সন ১৩৪৮ সাল

মহামান্য সম্রাটের জন্ম-দিবস

মহামান্য সম্রাটের জন্ম-দিবস উপলক্ষে আগামী ১২ই জুন সরকারী ছুটির দিবস বলিয়া গণ্য হইবে।

প্রবেশিকা পরীক্ষার ফল

আগামী ৭ই জুন কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ১৯৪১ সালের প্রবেশিকা পরীক্ষার ফল সিনেটে টাঙ্গাইয়া দেওয়া হইবে।

কেরোসিনে আত্মহত্যা

গত ১৭ই জ্যৈষ্ঠ শনিবার রাত্রিতে রঘুনাথগঞ্জ বালিঘাটার উকিল শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্রবধূ কাপড়ে কেরোসিন ঢালিয়া আগুন ধরাইয়া আত্মহত্যা করিয়াছেন।

রঘুনাথগঞ্জ এ্যাথলেটিক ক্লাব

গত ২৮শে মে বুধবার বৈকালে ম্যাকেঞ্জি পার্ক হলে রঘুনাথগঞ্জ এ্যাথলেটিক ক্লাবের বাৎসরিক সাধারণ সভার অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। জঙ্গিপুরের মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহোদয় সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। সভায় স্থানীয় বহু ভদ্রলোক ও ছাত্রগণ যোগদান করিয়াছিলেন।

টি-পার্টি

গত ৩১শে মে শনিবার বৈকাল ৪-৩০ ঘটিকার সময় জঙ্গিপুর মোক্তার বারের সভ্যগণ মুর্শিদাবাদের জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর মিঃ এ, কে, ঘোষ, আই-সি-এস মহোদয়কে এক 'টি-পার্টিতে' আপ্যায়িত করেন। এই পার্টিতে বহু ভদ্রলোক যোগদান করিয়াছিলেন। আমাদের মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট মহোদয়ের কন্যাগণের সুমধুর সঙ্গীতে উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলী প্রীত হন। মোক্তার বাবুদের সুবন্দোবস্ত প্রশংসনীয়।

দরবার

গত ৩১শে মে শনিবার বেলা ১১ ঘটিকার সময় রঘুনাথগঞ্জ ম্যাকেঞ্জি পার্ক হলে মুর্শিদাবাদের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর মিঃ এ, কে, ঘোষ, আই-সি-এস মহোদয়ের সভাপতিত্বে এক দরবার হইয়া গিয়াছে। দরবারে নিমন্ত্রিতদের রায় জ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী বাহাদুর, রায় সাহেব কিরীটিভূষণ দাস, এম-এল-এ, ইউনিয়ন বোর্ড-সমূহের প্রেসিডেন্ট ও মেম্বরগণ, স্কুলসমূহের শিক্ষক মহাশয়-গণ এবং বহু ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন। যাঁহারা কচুরীপানা নির্ম্মূল ও পাটচাষ নিয়ন্ত্রণে উল্লেখযোগ্য কার্য্য করিয়াছিলেন তাঁহাদিগকে পদক ও সার্টিফিকেট এবং ইউনিয়ন বোর্ডের কেরাণী, দফাদার ও চৌকিদারগণকে সন্তোষজনক কার্য্য করার জন্য নগদ টাকা পুরস্কার দিয়াছেন। স্থানীয় সিভিক গার্ডদল ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব বাহাদুরকে অভিবাদন করেন।

নুরপুর ঋণ-সালিশী বোর্ড

১৯৩৯ সালের ২১৮।৬নং মামলায় মহাজন মেদিনীপুর জমিদারী কোম্পানী খাতক খারিয়াতুল্লা মিয়ার নিকট ৩৩।/১৫ দাবী করে। ১৩৪২ সাল হইতে ১৩৪৫ সাল পর্য্যন্ত বাকি খাজনা বাবদ এই টাকা প্রাপ্য হয়।

খাতক এই মর্ম্মে আপত্তি জানায় যে, যে জমির জন্য খাজনা ধরা হইয়াছে, তাহা কিছুদিন পূর্ব্বে নদীতে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।

বোর্ড অনুসন্ধান করিয়া দেখে যে, খাতকের বিবৃতি সত্য। মহাজন ইহাতে আর আপত্তি করে না এবং খাতকের নিকট আর কিছু পাওনা নাই বলিয়া জানায়।

বাঙলা সরকারের শিল্প বিভাগ

শিক্ষিত বেকার শিল্পিগণের সুযোগ

বেকারদের দুঃখ দুর্দ্দশা মোচনকল্পে রচিত বাঙলা সরকারের শিল্প শিক্ষা সম্পর্কিত পরিকল্পনানুসারে যাহারা জুতা, সাবান, ছাতা, মৃন্ময় পাত্র ইত্যাদি নির্ম্মাণ কৌশল শিক্ষা করিয়াও বর্ত্তমানে বেকার আছেন, অতি সত্বর তাহারা যেন ৭, কাউন্সিল হাউস ষ্ট্রীট, কলিকাতা ঠিকানায় বাঙলার শিল্প বিভাগের ডিরেক্টরকে তাহাদের বর্ত্তমান অবস্থা লিখিয়া জানান। কোথায়, কোন্ দলের অধীনে এবং কতদিন শিক্ষালাভ করিয়াছেন, পত্রে তাহারও উল্লেখ থাকিবে।

প্রবাসী বাঙ্গালী ছাত্রের কৃতিত্ব

দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা ও এম্-এস্-সি পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হইয়াছে। মোট পরীক্ষার্থী ১৬৩৯ জনের মধ্যে ১১৯৩ জন অর্থাৎ শতকরা সত্তর জন পাশ করিয়াছে। দুইটি বাঙ্গালী ছাত্র প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছে। এই দুইজনই রাইসিনা বেঙ্গলী হাই স্কুলের ছাত্র। প্রথম হইয়াছে শ্রীসুবোধ ঘোষ (৬৬৭ নম্বর পাইয়া) এবং দ্বিতীয় হইয়াছে শ্রীসরিৎকুমার দাস (৭১৮ নম্বর পাইয়া)। সরিৎকুমার নয়াদিল্লী ছাত্রসঙ্ঘের কার্য্যকরী সমিতির সদস্য এবং জনপ্রিয় ছাত্রনেতা। দিল্লীতে অবস্থিত তিনটি বাঙ্গালী পরিচালিত হাই স্কুল হইতে নিম্নসংখ্যক ছাত্রগণ এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে,— রাইসিনা বেঙ্গলী হাই স্কুল—৪৯, ইউনিয়ন একাডেমী—১৯ এবং সিটি বেঙ্গলী স্কুল—১৪ জন।

সাপ্তাহিক যুদ্ধ-বার্ত্তা

(১২ই মে—১৮ই মে, ১৯৪১)

স্কটল্যাণ্ডে হেস্

আলোচ্য সপ্তাহে সবচেয়ে উত্তেজনাপূর্ণ সংবাদ হচ্ছে হের হেস্-এর রহস্যজনকভাবে স্কট্‌ল্যাণ্ডে পলায়ন। ১২ই মে বার্লিন থেকে সরকারিভাবে ঘোষণা করা হ'ল যে হিটলারের সহকারী রুডল্‌ফ্ হেস্ বিমান ভ্রমণের সময় রহস্যজনক অবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছেন। নাৎসি দলের সরকারি বিবৃতি বেতারযোগে ঘোষিত হ'ল—হেস্ "কয়েক বছর ধরে একটি ব্যাধিতে ভুগছেন।" আরও বলা হ'ল "হের হেস্ একখানি চিঠি রেখে গিয়েছেন যাতে তাঁর 'অব্যবস্থিতচিত্ততার' কিছু কিছু লক্ষণ দেখা যায়, এ অবস্থায় জার্মান কর্ত্তৃপক্ষ এই সিদ্ধান্ত করছেন যে হয় হের হেস্ বিমান থেকে লাফিয়ে পড়েছেন কিংবা কোনো দুর্ঘটনায় জড়িত হয়েছেন।"

কিন্তু একটি নাটকীয় ঘোষণায় এই নাৎসী প্রচারিত মিথ্যার আর কোনো মূল্যই রইল না। ঘোষণাটি প্রচারিত হ'ল সেই দিনই—এবং ১০ নং ডাউনিং ষ্ট্রীট থেকে। এই ইস্তাহারে বলা হ'ল হিটলারের সহকারী, যাঁর মৃত্যু সংবাদ প্রচারিত হ'য়েছে—তিনি জীবিত আছেন এবং ৮০০ মাইল একা বিমান চালিয়ে গ্লাস্‌গোর কাছে এসে নেমেছেন এবং ব্রিটেনে বন্দী অবস্থায় বাস করছেন। জার্মান রেডিও থেকে স্বীকার করা হ'ল যে হেস্ স্কটল্যাণ্ডে উপস্থিত হয়েছেন কিন্তু ঐ সঙ্গে কিছু বাজে কৈফিয়ৎ দেওয়া হ'ল যে জ্যোতিষির সঙ্গে ভাগ্য গণনা করার একটা অভ্যাস ছিল তাঁর, কাজেই তাঁর একটা ধারণা হয়েছিল যে তিনি ঠিক-মতো কথাবার্ত্তা চালাতে পারলে ব্রিটেনের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করতে পারবেন। ব্রিটিশ ইস্তাহারে বলা হ'ল ডেভিড ম্যাকলিন নামক এক চাষী তাকে কুড়িয়ে পেয়েছে। হেস্ বিমান থেকে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন—এবং মাটিতে প'ড়ে তাঁর পায়ের কব্জী ভেঙে গেছে। ম্যাকলীন তাঁকে নিজের বাড়ীতে ধ'রে নিয়ে যায় এবং প্রাথমিক চিকিৎসার বন্দোবস্ত করে। হেস্ ম্যাকলীনের বাড়ীতে থাকার সময় দুজন হোম্ গার্ডকে বলেন তাঁর সঙ্গে কোনো বোমা নেই। হেস্‌কে কিছু পরে গ্ল্যাস্‌গোর একটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেইখানে গিয়ে তিনি নিজের পরিচয় প্রকাশ করেন। বড় বড় ব্রিটিশ ডাক্তার তাঁকে পরীক্ষা করেন এবং তাঁরা তাঁকে সম্পূর্ণ প্রকৃতিস্থ এবং সুস্থ ব'লে মত প্রকাশ করেন। ব্রিটিশ 'ফরেন অফিস'-এর মিঃ কার্কপ্যাট্রিক তাঁকে সনাক্ত করেন। ইনি যখন বার্লিনের ব্রিটিশ দূতাবাসে ছিলেন তখন তিনি হেস্‌কে চিনতেন।

১০ই মে সরকারিভাবে ঘোষণা করা হয়—রুডল্‌ফ্ হেস্ বিমানযোগে স্কটল্যাণ্ডে গিয়াছেন ডিউক অব হ্যামিলটনের সঙ্গে দেখা করার চেষ্টায়। (ইনি মারকোয়েস অব ডগ্‌লাস অ্যাণ্ড ক্লাইডস্‌ডেল নামে পরিচিত, এবং ইনিই ১৯৩৩ সালে মাউণ্ট এভারেষ্ট অভিযানের নেতৃত্ব করেছিলেন।)—হেস্ ডিউকের আবাসস্থলের কয়েক মাইল দূরে নেমেছিলেন। ম্যাকলীন যখন তাঁকে নিয়ে আসছিল তখন হেস্ ডিউকের বাড়ী যাবার পথ জিজ্ঞাসা করেছিলেন। ইতিপূর্ব্বে ১৯৩৬ সালের অলিম্পিক খেলাতেও হেসের সঙ্গে ডিউকের দেখা হয়েছিল।

১৫ই মে তারিখে লণ্ডনে প্রকাশ পায় যে হ্যামিলটনের ডিউক, হেসের প্যারাশূটে-ক'রে স্কটল্যাণ্ডে নামার ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তাঁর সঙ্গে দেখা করেন। হেসের ইচ্ছা ডিউককে জানান হয়—এবং ডিউক গভর্ণমেণ্টের নির্দ্দেশ অনুযায়ী বিমানযোগে তাঁর কাছে আসেন। বিশেষভাবে নিযুক্ত সরকারী বিভাগের লোকের সামনে এঁদের সাক্ষাতের বন্দোবস্ত হয়। হেসের কথা সম্পর্কে ডিউক অব হ্যামিল্‌টন গভর্ণমেণ্টকে একটা বিবৃতি দেন। গত ১৫ই মে ডিউক আরও একবার হেস্-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এই সাক্ষাতের পর ডিউক বিমানযোগে লণ্ডনে আসেন এবং মিঃ ডাফ্ কুপারের সঙ্গে দেখা করেন পরে মিঃ ডাফ কুপার মিঃ উইন্‌স্টন চার্চিলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।

প্রতিক্রিয়া

হেস হিটলারের "ছায়া" নামে পরিচিত। গোয়েরিং-এর পদ শূন্য হ'লে সেই পদে হেস্ বসবেন এইটেই ছিল হিটলারের নির্দ্দেশ। নাৎসী দলের শুরুতে হেস্ ছিলেন হিটলারের প্রাইভেট সেক্রেটারি। ল্যাণ্ডস্‌বার্গের দুর্গে হিটলারের সঙ্গে হেস্ আটকবন্দী হয়েছিলেন। জেলে থাকতে হিটলারের "মাইন কাম্‌ফ্ নামক বিখ্যাত গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের শ্রুতিলিপি লিখেছিলেন হেস্। বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অনেকগুলো কাজের ভার হেস্‌কে দেওয়া হয়। হেস্‌কে সবাই খাঁটি নাৎসি বলেই জেনে আসছে।

কাজেই হেস্ স্কটল্যাণ্ডে আসাতে একটা আন্তর্জাতিক আন্দোলনের সৃষ্টি হয়েছে। আলোচ্য সপ্তাহের বেশির ভাগ দিনই পৃথিবীর সকল সংবাদপত্রের প্রধান সংবাদ ছিল হেসের বিবরণ। এ নিয়ে সব জায়গায় নানা রকম জল্পনা কল্পনা চলছে। বার্লিনের ভূতপূর্ব ব্রিটিশ রাজদূত স্যর্ নেভিল হেণ্ডারসন বলেছেন হেস নাৎসি-নীতির গোঁড়া সমর্থক এবং সৎপ্রকৃতির লোক। গোপন কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে ব্রিটেনে এসেছেন একথা সত্য নয়। তাঁর বিশ্বাস

নাৎসিবাদ যে রকম ভুল পথে চলেছে—গত দুবছর প'রে হেস্ সেটা উপলব্ধি করতে পেরেছেন এবং এই নীতিটা দুর্বৃত্তের ব্যক্তিগত স্বার্থসাধনের উপায়স্বরূপ হয়েছে। ১৭ই মে মিঃ হারবার্ট মরিসন লণ্ডনে বলেছেন—হেস একটি পশুভাবাপন্ন ঠগ্ এবং এর হাত এর প্রভুর হাতের মতই বর্তমান যুগের কয়েকটা জঘন্যতম দুষ্কার্য্যের দ্বারা কলঙ্কিত। মিঃ আর্নেষ্ট বেভিন বিশ্বাস করেন হেসের ব্রিটেনে আসার পিছনে হিটলারের ইঙ্গিত আছে। ১৫ই মে মিঃ বেভিন লণ্ডনে বলেছেন, "আমার মতে হেস্ একজন খুনে। হেস্ জার্মানির প্রত্যেক ট্রেড ইউনিয়নের নায়কের ইনডেক্স কার্ড সংগ্রহ করেছিলেন এবং উপযুক্ত সময় আসা মাত্র তাদের হয় কয়েদ করে রাখা হয় না হয় হত্যা করা হয়। আমি বিশ্বাস করি না যে হেসের ইংল্যাণ্ডে আসার কথা হিটলার জানেন না। হেসের মতো লোকের সঙ্গে আমি কখনও আলাপ আলোচনা চালাতে পারি না। মিঃ ডাফ কুপারের মতে হেস ইংল্যাণ্ডে আসায় নাৎসি দলে যে ভাঙ্গন ধরেছে তারই প্রথম সূচনা দেখা যাচ্ছে।

হেস-এর গোপন কথা

ইতিমধ্যে হেস নাকি বলেছেন ডিউক অব হ্যামিল্টনকে তিনি অনেকগুলো গোপন সংবাদ শোনাবেন। নাৎসি রাজ্যে যে অত্যাচারের শাসন চলছে তাকে ধ্বংস করার কাজে নাকি সেই কথাগুলো খুব সাহায্য করবে। হেস নাকি আরও বলেছেন যুদ্ধ বিষয়ে তাঁর বিরক্তি ধ'রে গেছে। জার্মানিতে বাস করারও তাঁর প্রবৃত্তি নেই। সেখানে লোকে এখন অতি দুঃখে দিন কাটাচ্ছে, রয়্যাল এয়ার ফোর্সের বিমান আক্রমণে লোকের দুর্দশার অন্ত নেই।

ইরাক ও সীরিয়ার পরিস্থিতি

আলোচ্য সপ্তাহের শেষ দিকে ইরাক ও সীরিয়ার যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয় তাতে হেস কাহিনীও পিছনে পড়ে গেছে। জার্মানরা কিছুদিন ধ'রে আস্তে আস্তে সীরিয়ায় এসে পৌছচ্ছে। জার্মান "ভ্রমণকারী'র" দল অবিরাম গতিতে সীরিয়ায় আসছে। সপ্তাহের প্রথম দিকে ভিশি গভর্ণমেণ্ট এবং জার্মান গভর্ণমেণ্টের মধ্যে একটা চুক্তি হয়েছে। এই চুক্তি অনুসারে ফ্রান্সে জার্মানির দখলী সৈন্যদের ভরণপোষণের জন্যে ফ্রান্সকে যে টাকা খরচ করতে হচ্ছে সেই টাকার পরিমাণ অনেক কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। জার্মানির অধিকৃত ফ্রান্স এবং অনধিকৃত ফ্রান্সের মধ্যেকার সীমারেখা খানিকটা তুলে দেওয়া হয়েছে মাল চলাচল সহজ হবে ব'লে। এতে জার্মানির কি সুবিধা হ'ল সে বিষয়ে চুক্তি-পত্র নীরব, কিন্তু এটা এখন পরিষ্কারভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে এই চুক্তি দ্বারা ভিশি গভর্ণমেণ্ট ব্রিটেনের প্রতি বিশ্বাসঘাতকার কাজ করেছেন প্রথমে আশা করা গিয়েছিল যে মার্শাল পেঁত্যা ফরাসী কুইস্লিং-জাতীয় লোকদের ষড়-যন্ত্রের বাইরে থাকতে পারবেন। ফরাসী কুইস্লিং হচ্ছেন দারলাঁ এবং লাভাল। কিন্তু ভিশি গভর্ণমেণ্ট ১৪ই মে যে ঘোষণা করেছেন তাতে এই আশা চূর্ণ হয়ে গেছে। ভিশি থেকে ঘোষণা করা হয়েছে—ভিশি মন্ত্রীসভা, জার্মানি যে সুবিধাটুকু দান করেছে তার বিনিময়ে সর্বসম্মতিক্রমে হিটলার ভিশিকে যে সর্ত দিয়েছেন সেই সর্ত মেনে নিচ্ছেন। সমস্ত সপ্তাহ ধ'রে অ্যাডমিরাল দারলাঁ হিটলার রিবেনট্রপ এবং অন্যান্য বিশিষ্ট জার্মানদের সঙ্গে দেখা করতে ব্যস্ত ছিলেন। তারই ফলস্বরূপ হিটলারের ভীতি-প্রদর্শন-নীতির কাছে এরা এমন কলঙ্কজনকভাবে আত্ম-সমর্পণ করলেন।

১৫ই মে কাইরো থেকে বলা হ'ল যে রসিদ আলীর জরুরি আবেদনে কতকগুলি জার্মান বিমান ইরাকে এসে পৌছেছে। তার সঙ্গে এসেছে প্রচারকদল, আন্দোলনকারীর দল এবং এইরকম অন্যান্য অক্ষশক্তির বিশেষজ্ঞদল। ইরাকে যাবার পথে সীরিয়াতে নাকি ৩০ খানা জার্মান বিমান এসেছে। জানা গেছে জার্মানরা সীরিয়াতে অনেক ট্যাঙ্কও ফেলেছে। জার্মানরা এখন সীরিয়ার বিমান আশ্রয় ব্রিটিশ ঘাঁটি এবং ইরাকের তেলের খনিগুলোর উপর আক্রমণের জন্য ব্যবহার করছে। এর জন্যে ভিশি গভর্ণমেণ্ট কিছুমাত্র প্রতিবাদ করছেন না। ভিশির এই নতুন বিশ্বাসঘাতকতার কাজের প্রতিক্রিয়াও হয়েছে জোর বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্রে। সেখানে বলা হয়েছে ফ্রান্সের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্বন্ধ কার্য্যত আর কিছুই রইল না। আশা করা যাচ্ছে ভিশিতে অবস্থিত আমেরিকার রাষ্ট্র-দূতকে শীগগিরই ডেকে আনা হবে। প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট একটা গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা করেছেন। এই ঘোষণাটী বেতার-যোগে ফরাসীদের শুনিয়ে দেওয়া হয়েছে। তিনি বলেছেন আমেরিকানরা ঠিকমতো বিশ্বাসই করতে পারছে না যে ফরাসী গভর্ণমেণ্ট জার্মানদের সঙ্গে এমন একটা সর্ত করতে পারে যাতে ফরাসী দেশ এবং ফরাসী সাম্রাজ্য জার্মানদের হাতে চলে যাবে।

গত ১৫ই মে ইরাক সম্পর্কে ব্রিটিশ-নীতি কি সেটা হাউস-অব-কমন্স্-এ সম্পূর্ণ স্পষ্ট ক'রে বলা হয়েছে। কারণ বৈদেশিক সচিব মিঃ অ্যাণ্টনি ঈডেন ঘোষণা করেন গভর্ণমেণ্ট যে বিস্তারিত খবর পেয়েছেন তাতে দেখা যায় সীরিয়ার অবস্থিত ফরাসী কর্তৃপক্ষ তাঁদের বিমানশালা জার্মান বিমানের ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহার করার জন্যে অনুমতি দিয়েছেন। তারা এইখান থেকে ইরাক আক্রমণ করতে আসবে। কাজেই ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট ঐ সব বিমান-শালায় অবস্থিত জার্মান বিমান সম্বন্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করার জন্যে সম্পূর্ণ ক্ষমতা দিয়েছেন। মিঃ ঈডেন বলেছেন এই পরিস্থিতির দায়িত্ব ফরাসী গভর্ণমেণ্ট এড়াতে পারেন না। যুদ্ধবিরতি সর্তএর দ্বারা ভঙ্গ করা হয়েছে। কিন্তু সীরিয়া এবং ইরাকের গুরুত্বপূর্ণ বিমান ঘাঁটি জার্মানের হাতে পড়তে দেওয়ার ইচ্ছা ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের আদৌ নেই।

পশ্চিম মরুভূমির সীমান্তে

১৫ই মে ব্রিটিশ বাহিনী হাইফা গিরিসঙ্কট, মুসেদ এবং সোলুম দখল করেছে। টোব্রুক অঞ্চলে সাম্রাজ্য বাহিনী প্রত্যাক্রমণ ক'রে রক্ষী বেষ্টনী আরও এগিয়ে নিয়ে গেছে। আবিসানিয়াতে সাম্রাজ্য বাহিনী আরও এগিয়ে গেছে। ইটালিয়ানরা চারদিক থেকে বেষ্টিত হয়েছে।

রাজকীয় বিমান

জার্মানদের সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধ শিল্পকেন্দ্রের উপর বিমান আক্রমণ ভীষণভাবে করা হয়েছে। হাম্বুর্গ এক আঘাত কাটিয়ে উঠতে না উঠতে আবার আক্রান্ত হয়েছে।

নীলামের ইস্তাহার

চৌকি জঙ্গিপুর প্রথম মুন্সেফী আদালত

নীলামের দিন ৯ই জুন ১৯৪১

৫২১ খাং ডিঃ ধীরেন্দ্রনাথ রায় দেং গোবিন্দদাস নাথ দাবি ১১৮৭৸০ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে চর দফরপুর ২১৮-৩৩ শতকের কাত ৩৩৯।০ আঃ ৪০০৲ খং ৪০

নোটিশ

স্নান ও রথযাত্রা উপলক্ষে পুরীধাম যাত্রিগণকে উপদেশ দেওয়া যায় যে তাঁহারা যেন নিকটস্থ সরকারী ডাক্তারখানা অথবা স্যানিটারী ইন্স্পেক্টারের নিকট হইতে কলেরার প্রতিষেধক ইন্জেকশন লইয়া যান।

ইন্জেক্শনের সার্টিফিকেট সঙ্গে লইতে ভুলিবেন না।

স্বাক্ষর—এস, গাঙ্গুলী
(অস্থায়ী) ডিষ্ট্রীক্ট হেল্থ অফিসার,
মুর্শিদাবাদ।

নূতন চিকানা

মনিগ্রামের প্রসিদ্ধ চিকিৎসক

পক্ষাঘাত, বাত, উন্মাদ, কাস, শ্বাস, চক্ষুরোগ, কর্ণরোগ, ব্লডপ্রেসার, বেরিবেরি—প্রভৃতি পীড়ার চিকিৎসায় পারদর্শী

কবিরাজ—

শ্রীশৌরীন্দ্রমোহন গাঙ্গুলী বিশ্বাস কবিরত্ন,

এম-বি-সি-এ, (গভর্ণমেণ্ট রেজিষ্টার্ড)

মনিগ্রাম বাসন্তীতলা

পোঃ মনিগ্রাম (মুর্শিদাবাদ)

শিক্ষক মহাশয়গণের নিকট নিবেদন

আমরা ইংরাজী ও বাংলা ভাষায় উৎকৃষ্ট কাগজে স্কুলের প্রয়োজনীয় সকল প্রকার হাজিরা বহি, ভর্ত্তি বহি, ট্রান্সফার সার্টিফিকেট, বেতন আদায়ের রসিদ বহি প্রভৃতি মজুত রাখিয়াছি। দরকার হইলে আমাদের নিকট হইতে লইবেন। খাতাগুলি ভালভাবে বাইণ্ডিং করা।

বাংলা ভাষায় (প্রাইমারী স্কুলের জন্য)

হাজিরা বহি (২০ পাতার)	৷৵০
" ৪০ "	৷৷০
ভর্ত্তি বহি	৷৶০
ট্রান্সফার সার্টিফিকেট (২০ পাতার)	৷/০
রসিদ বহি (১০০ পাতার)	৷৷০

For M. E. & H. E. SCHOOLS.

Students' Attendance Register with Fee realisation (25 pages)	-/11/-
Teachers' Attedance (25 pages)	-/11/-
First Admission Form (100 sheets)	1/4/-
Transfer Certificate (100 sheets) (Triplicate.)	2/12/-
Receipt Book (for fee collection) (100 pages in each Book)	-/4/-
Letter Heading ½ Foolscap size 100	-/12/-
Do. ¼ Foolscap 100	-/9/-

ফরম সাপ্লাই এজেন্সী

পণ্ডিত প্রেস

পোঃ রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

ব্যানার্জ্জি হোমিও হল

বিশুদ্ধ হোমিওপ্যাথিক ঔষধ সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়।

রঘুনাথগঞ্জ এম, ই, স্কুলের নিকট অনুসন্ধান করুন।

সস্তায় রবার ষ্ট্যাম্প

সকল প্রকার রবার ষ্ট্যাম্প এক সপ্তাহ মধ্যে সরবরাহ করা হয়। সমস্ত ষ্ট্যাম্পই কলিকাতায় প্রস্তুত এবং কলিকাতার অন্যান্য কারখানা অপেক্ষা জিনিষ ভাল অথচ দামে সস্তা। রবারের পকেট প্রেস, ডেটিং ষ্ট্যাম্প, সেল্-ইঙ্কিং প্যাড ও কালী সর্ব্বদা বিক্রয়ার্থ মজুত থাকে। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

প্রাপ্তিস্থান—"পণ্ডিত-প্রেস"
পোঃ রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ

বিনামূল্যে হাঁপানীর ঔষধ

নিম্ন ঠিকানায় ৺মনোহর দাস বাবাজী সাধু প্রদত্ত হাঁপানীর ঔষধ জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়। এই ঔষধ মাত্র একবার সেবন করিতে হয়। ঠিকানা ও পাঁচ পয়সার ডাকটিকিটযুক্ত খাম পাঠাইলে মফঃস্বলে ডাকযোগে ঔষধ প্রেরিত হয়।

শ্রীসুধীন্দ্রনাথ দাস
শ্রীযুক্ত রায় মহেন্দ্রনাথ দাস বাহাদুরের বাড়ী
জগতাই, পোঃ নিমতিতা, (মুর্শিদাবাদ

ব্রজশশী আয়ুর্ব্বেদ ভবন

যথাসম্ভব সুলভে বিশুদ্ধ আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান।

(স্থাপিত সন ১৩৩২ সাল)

প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান চিকিৎসক

কবিরাজ শ্রীরোহিণীকুমার রায়, বি-এ, কবিরত্ন

প্রধান ঔষধালয় :— রঘুনাথগঞ্জ ঃঃ মুর্শিদাবাদ।

শাখা ঔষধালয় :— জঙ্গীপুর (বাবুবাজার।

আয়ুর্ব্বেদীয় সকল রকম আসব, অরিষ্ট, মোদক, বটী, তৈল, ঘৃত, চূর্ণ ও ধাতুভস্মাদি সর্ব্বদা প্রচুর মজুত থাকে। মফঃস্বলের চিকিৎসকগণকে উপযুক্ত কমিশন দেওয়া হয়।

পণ্ডিত প্রেস

রঘুনাথগঞ্জ—মুর্শিদাবাদ

উচ্চশ্রেণীর ছাপার জন্য বিখ্যাত

পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

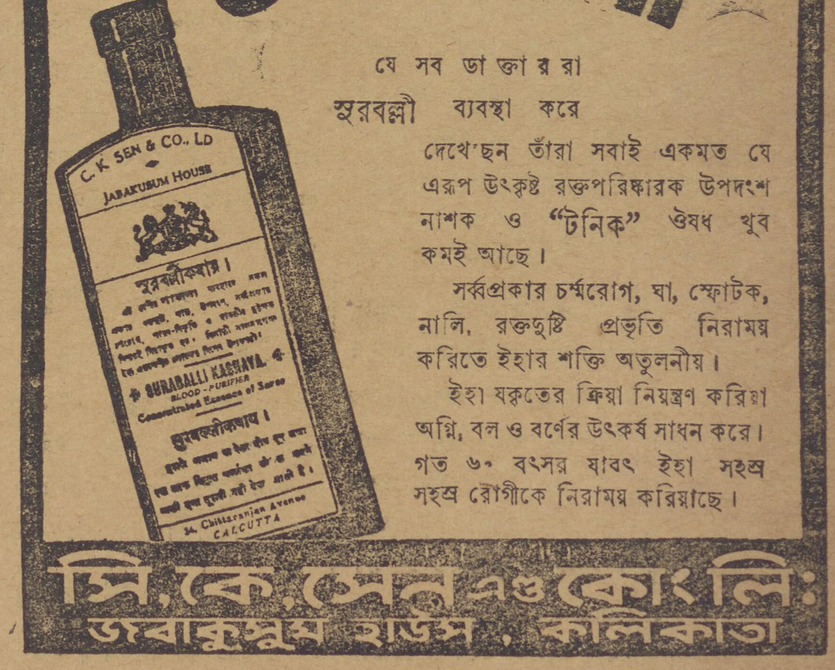

সুরবল্লী

যে সব ডাক্তার রা সুরবল্লী ব্যবস্থা করে

দেখে'ছন তাঁরা সবাই একমত যে এরূপ উৎকৃষ্ট রক্তপরিষ্কারক উপদংশ নাশক ও "টনিক" ঔষধ খুব কমই আছে।

সর্ব্বপ্রকার চর্ম্মরোগ, ঘা, স্ফোটক, নালি, রক্তদুষ্টি প্রভৃতি নিরাময় করিতে ইহার শক্তি অতুলনীয়।

ইহা যকৃতের ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করিয়া অগ্নি, বল ও বর্ণের উৎকর্ষ সাধন করে। গত ৬০ বৎসর যাবৎ ইহা সহস্র সহস্র রোগীকে নিরাময় করিয়াছে।

সি. কে. সেন এণ্ড কোং লিঃ

জবাকুসুম হাউস : কলিকাতা

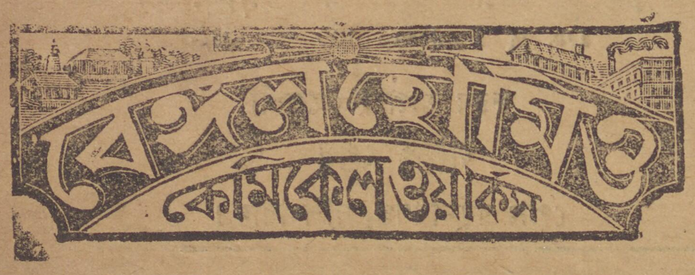

মহাত্মা আনন্দ ঋষির আয়ুর্ব্বেদিক হোমিও ঔষধ প্রস্তুত হইতেছে। ডাক্তার বি, রায়কে পত্র লিখিয়া জানুন।

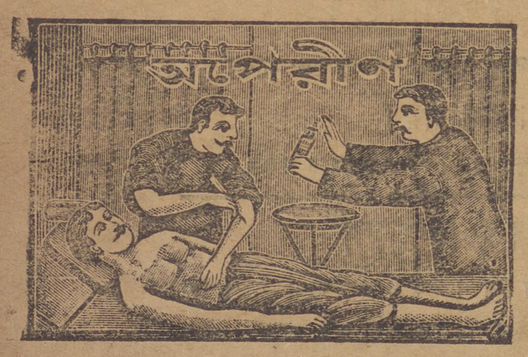

সার্জ্জারী জগতে যুগান্তর।

ডাক্তার আনন্দ ঋষির আবিষ্কৃত একমাত্র **অপেরীণ** ইহা ব্যবহারে লক্ষ লক্ষ রোগী বাগী, ফোড়া, কাকবিড়ালী, ঠুনকা, মুখের ব্রণ পৃষ্ঠ ব্রণ, উরুস্তম্ভ, শীতলী কর্ণমূল প্রভৃতি যন্ত্রণা-প্রদ ব্যয় বহুল রোগ হইতে বিনা অস্ত্রে ও বিনা জ্বালা যন্ত্রণায় মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় আরোগ্য হয় মূল্য বড় শিশি ১৲, মাশুল সমেত ১।৶০ ।৵০ আনার টিকেট পাঠাইলে স্যাম্পেল শিশি পাইবেন।

মৃতের জীবন ঃ—**ভাইট্যালী**— { বহুবিধ রোগনাশক জীবনীশক্তিবর্দ্ধক টনিক।

(ডাক্তার আনন্দ ঋষি **মরা মানুষ বাঁচাইতে** পারিতেন। তিনি বহু গবেষণার পর জগতের হিতার্থে ভাইট্যালী আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন।) মানব জীবনের প্রধান উপাদান ভাইট্যাল পাওয়ার বা জীবনীশক্তি; উহার হ্রাস, বৃদ্ধিতে সমস্ত রোগ হয়। উহা ঠিক রাখিতে পারিলেই মানুষ দীর্ঘায়ু ও নীরোগ হইতে পারেন। ... যাঁহারা মেহ, প্রমেহ, ধাতু-দৌর্ব্বল্য, স্নায়বিক দুর্ব্বলতা, ধ্বজভঙ্গ, ডায়েবিটিস, ডিসপেপসিয়া, অম্ল, অজীর্ণ, শ্বেত ও রক্তপ্রদর, বাধক, স্মরণশক্তির হ্রাস, বাত ও অর্শ প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া জীবনে মৃতপ্রায় হইয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষে ভাইট্যালী পরম বন্ধু। ইহা ভাইট্যাল পাওয়ার (জীবনীশক্তি) বৃদ্ধি করিয়া শীঘ্রই নীরোগ করে। যাঁহারা নানাবিধ ঔষধ খাইয়াও কোন ফল পান নাই তাঁহারা একবার মাত্র এই ঔষধ ব্যবহার করিয়া দেখুন। ।৵০ আনার ডাক টিকিট পাঠাইলে ১ সপ্তাহের ঔষধ পাইবেন।

প্রায় এক মাসের ঔষধ এক শিশির মূল্য ১৲ মাত্র। ডাক মাশুল সমেত ১।৶০

প্রাপ্তিস্থান **ডাঃ বি. রায় এণ্ড কোং কেমিষ্টস্**

ফতেপুর, পোষ্ট গার্ডেনরীচ, কলিকাতা

সাধনা ঔষধালয়-ঢাকা

বিশুদ্ধতায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আয়ুর্ব্বেদীয় প্রতিষ্ঠান

ব্রাঞ্চ ও এজেন্সি পৃথিবীর সর্ব্বত্র

অধ্যক্ষ—শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ, আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রী

এম-এ, এফ-সি-এস (লণ্ডন), এম-এস-সি (আমেরিকা)

ভাগলপুর কলেজের রসায়নশাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক (প্রফেসার)

মকরধ্বজ (বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৪৲ নিত্য প্রয়োজনীয় সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ।

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩৲ টাকা সর্ব্বপ্রকার দুর্ব্বলতানাশক অতিশয় পুষ্টিকর মহৌষধ বা খাদ্যবিশেষ।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা ইহা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য, রক্তহীনতা, স্বপ্ন-দোষ, প্রমেহ ও ধ্বজভঙ্গ সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। অপরিসীম আনন্দদায়ক রসায়ন।

অবলাবান্ধব যোগ—প্রদর, বাধক প্রভৃতি জরায়ুদোষ ও যাবতীয় রস ও স্ত্রীরোগের মহৌষধ। ১৬ মাত্রা ২৲ টাকা, ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা।

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত মুদ্রিত ও প্রকাশিত